পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
৭ম সংখ্যা, আমলকী ব্রত একাদশী,
৮ই মার্চ, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তিশ্রীলঅভয়চরণারবিন্দভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারাসেবার
অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য
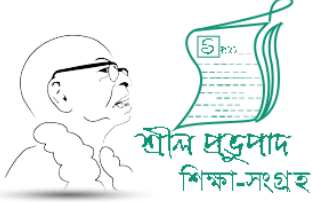
(প্রথম পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে
'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

***** শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তরঃ** শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের সবচাইতে অন্তরঙ্গ প্রভু, সখা, পিতা, পুত্র এবং প্রেমিক। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা প্রশ্ন এবং উত্তরের কত বিষয় উদ্ভাবন করেছি, কিন্তু তার একটিও আমাদের পূর্ণ প্রসন্নতা দান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সব কিছুই কেবল ক্ষণিকের তৃপ্তি দান করতে পারে। তাই আমরা যদি পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতে চাই, তাহলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হবে অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আমরা প্রশ্ন না করে অথবা উত্তর না দিয়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের আলোচনা করে, তাই এই অপ্রাকৃত গ্রন্থটি পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে আমরা সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করতে পারি। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সব রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম-বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা। শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর সার-সমষ্টি। *(শ্রীঃ ভাঃ ১.২.৫ তাৎপর্য)*

*****ভক্তদের অতি প্রিয়ঃ** শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই রকম দিব্য সম্পর্কের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তাই, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তদের অতি প্রিয় এবং সেই কথা ভাগবতেই (১২/১৩/১৮) বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্। এই বর্ণনায় কোন রকম জড়-জাগতিক কর্মের, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অথবা মুক্তির উল্লেখ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে ভগবান ও তাঁর ভক্তের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। **এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্তেরা অপ্রাকৃত সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ করার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন, ঠিক যেমন, কোন যুবক-যুবতী পরস্পরের সঙ্গে লাভের ফলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে।** *(ভ.গী. ১০.৯ তাৎপর্য)*

***** ব্যাসদেবের আশ্বাসঃ** যে সমস্ত মানুষ দুর্ভাগা, তারা এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে বিন্দুমাত্রও উৎসাহী নয়। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল, কিন্তু তার প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন। দুর্ভাগা মানুষেরা রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে অলস আলোচনা করার যথেষ্ট সময় পায়, কিন্তু যখন তাদের ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তারা তাতে তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কখনও কখনও পেশাদারি ভাগবত পাঠকেরা শুরুতেই পরমেশ্বর ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ এবং অতি গোপনীয় লীলাবিলাসের আলোচনা করে, যা শুনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা যেন একটি কাম-বিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে হয় প্রথম থেকে। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছেঃ *"বহু সুকৃতি অর্জন করার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার যোগ্যতা লাভ করা যায়।"* বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁদের চিন্তাশীল বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন যে **মহর্ষি বেদব্যাস আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। বেদে নির্দেশিত পারমার্থিক উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে উন্নীত না হয়েও কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের এই জ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল সরাসরিভাবে পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।** *(শ্রীঃ ভাঃ ১.১.২ তাৎপর্য)*

***** অজ্ঞান-অন্ধকার অতিক্রমেচ্ছুদের প্রতি অন্তহীন করুণাঃ** শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার-সংকলনরূপ বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্ম-সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। সেই সারবস্তুর প্রকৃত ভাষ্য হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ এবং তাই তিনি তাঁর ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত স্বীয় অনুভবের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আর মোহাচ্ছন্ন জড় বিষয়াসক্ত যে সমস্ত মানুষ জড় জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার অতিক্রম করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রতি তাঁর অন্তহীন করুণা প্রদর্শন করার জন্য তিনি এই অতি গোপনীয় জ্ঞান দান করেছিলেন। *(শ্রীঃ ভাঃ ১.১.৩ তাৎপর্য)*

***** শ্রীমদ্ভাগবত বনাম জড় গল্প-উপন্যাসঃ** পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সঙ্গে জড় জগতের গল্প-উপন্যাসের অথবা ইতিহাসের একটি মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবিলাসের ইতিহাস। রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ হচ্ছে পুরাকালের ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা সমন্বিত ইতিহাস। তাই বারবার পাঠ করলেও তা চিরকাল নতুনই থাকে। যেমন, যে কেউ ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবত সারা জীবন ধরে বারবার পড়ে যেতে পারে, কিন্তু তবুও প্রত্যেকবারই তা তার কাছে নতুন বলে মনে হবে-প্রতিবারই নতুন নতুন তথ্য উদঘাটিত হবে। এই জড় জগতের সমস্ত খবরগুলি স্থাবর বা নিশ্চল, কিন্তু অপ্রাকৃত সংবাদ গতিশীল, ঠিক যেমন আত্মা গতিশীল আর জড় পদার্থ স্থাবর। যাঁরা অপ্রাকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা বারবার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেও ক্লান্ত হন না। জড়জাগতিক কার্যকলাপে অচিরেই অতৃপ্তির উদয় হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় সেবায় যুক্ত হলে কখনই যেন তৃপ্তি হয় না। উত্তম-শ্লোক বলতে সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনা করা হয়েছে, যা অজ্ঞানতা-প্রসূত নয়। জড় জগতের সমস্ত সাহিত্য তমোগুণ বা অজ্ঞানের প্রকাশ, কিন্তু অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সেরকম নয়। অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তমোগুণের অতীত এবং তার বিষয়বস্তু যত বেশি করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তার আলোকেও তত উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তথাকথিত সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা অহং ব্রহ্মাস্মি, অহং ব্রহ্মাস্মি বারবার উচ্চারণ করেও অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারে না। এই ধরনের কৃত্রিম ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ নীরস, তাই যথার্থ রস আস্বাদন করার জন্য তারা শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাপন্ন হয়। যারা ততটা ভাগ্যবান নয়, তারা পরার্থবাদ এবং লোকহিতৈষণা করতে শুরু করে। এর থেকে বোঝা যায় যে মায়াবাদী দার্শনিকেরা জড় স্তরে রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দর্শন হচ্ছে চিন্ময়। *(শ্রীঃ ভাঃ ১.১.১৯ তাৎপর্য)*

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।

***** পেশাদারি পাঠকদের কাছ থেকে শ্রবণ পরিত্যাজ্যঃ** ভাগবত-সম্প্রদায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছ থেকে। যে সমস্ত মানুষ অর্থ উপার্জন করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, তারা কখনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি নয়। এই ধরনের মানুষের কাজ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা। তাই এই ধরনের পেশাদারি ভাগবত-পাঠকদের ভাগবত পাঠ কখনই শোনা উচিত নয়। *(শ্রী ভা. ১.১.৩ তাৎপর্য)*

***** ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে শ্রবণঃ** পূর্ববতী দুটি শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত তার অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে সর্বোত্তম। এই গ্রন্থে যে জ্ঞান বিতরণ করা হয়েছে তা সব রকমের জাগতিক কার্যকলাপ এবং পার্থিব জ্ঞানের অতীত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবত কেবল উন্নত জ্ঞান-সমন্বিত শাস্ত্রই নয়, তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ব ফল। পক্ষান্তরে বলা যায় এটি হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। এই সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে ধৈর্য এবং বিনয় সহকারে তা শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করা উচিত। *(শ্রী ভা. ১.১.৩ তাৎপর্য)*

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা ২.৭-১১ -নিউ ইয়র্ক, ২রা মার্চ, ১৯৬৬

(গত সংখ্যার পর) ...

এখন, এখানে একটি গ্রন্থ আছে, শ্রীমদভগবত গীতা। এখন, অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত, অন্যান্য জ্ঞান যা তিনি অন্যদের প্রদান করেছেন..., এখন, এটি একটি গ্রন্থ যেটি অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন। এখন, তাই এটি, জ্ঞানের গভীরতা..., যা মানুষ এখনো বিবেচনায় রাখে, মহান, মহান পণ্ডিতরা। আমরা পড়ি না, কিন্তু ডক্টর রাধাকৃষাণ, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একজন, এখন তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী, তিনি আলোচনা করছেন। অধ্যাপক আইনস্টাইন তিনি এখানে আমেরিকায় বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন জার্মান ইহুদী, এবং আমি মনে করি তিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন। তিনি শ্রীমদভগবদ্গীতার একজন মহান ছাত্র ছিলেন। হিটলার। হিটলার শ্রীমদভগবদ্গীতার একজন মহান ছাত্র ছিলেন। আর অনেক পণ্ডিত এখনো শ্রীমদভগবদ্গীতা পড়েন, বোঝার চেষ্টা করেন। শুধু দেখ কি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের গভীরতা তিনি প্রদান করেছেন। এটা শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি। তাই জ্ঞান, সমৃদ্ধি, শক্তি, সৌন্দর্য, এবং সমস্তকিছুতে তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যশালী। তাই তিনি হচ্ছেন ভগবান। তুমি কোন সাধারণ মানুষকে ভগবান হিসাবে গ্রহণ করতে পার না। তাই ভগবান। এখন শ্রীভগবান উবাচ। এবং যেহেতু তাকে পারমার্থিক গুরু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে... ঠিক একজন শিক্ষকের যেমন মাঝে মাঝে ছাত্রকে তিরস্কার করার অধিকার থাকে, তাই প্রথম অবস্থায় তিনি অর্জুনকে তিরস্কার করলেন নিম্নলিখিত শব্দের দ্বারা

আশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ (ভগবতগীতা- ২/১১)

"অর্জুন, তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ ,পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু তুমি... তুমি... অন্য কথায়, তুমি একজন মূর্খ। তুমি জানো না কিভাবে সবকিছু ঘটছে, কারণ যারা পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁরা তোমার মত শোক করেন না।" তার অর্থ পরোক্ষভাবে তিনি বলছেন... পণ্ডিত অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত দেহ বা জীবিত দেহের জন্য শোক করেন না। গতাসূনগতাসূংশ্চ। অসূন অর্থ জীবন। কেউ তার জীবন হারিয়েছে। এবং কেউ তার জীবন পেয়েছে, একটি দেহ, জীবিত দেহ এবং একটি মৃত দেহ, জীবিত দেহ এবং একটি মৃত দেহ। শুধু এই বিষয়টি লক্ষ্য করো, যে "একজন জ্ঞানী ব্যক্তি... যেমন তুমি তোমার বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোক করো, কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এই রকম শোক করেন না। যার অর্থ তুমি একজন মূর্খ।" যখন তিনি বলেন... ঠিক যেমন আমি যদি বলি, "মি. গ্রীন, আপনি কি করেছেন, কোন বুদ্ধিমান মানুষের এমন করা উচিত নয়।" তাই এটি পরোক্ষভাবে বলা যে "আপনি বুদ্ধিমান নন।" এটা একজন ভদ্রলোকের পন্থা, এভাবে ব্যক্ত করা যে "মি. গ্রীন, আপনি কি করছেন, কোন বুদ্ধিমান মানুষ এমন করেন না।" যার অর্থ "আপনি বুদ্ধিমান নন।" তাই এখানে তিনি বলছেন যে "তুমি তোমার মৃত আত্মীয়-স্বজনের দেহের জন্য শোক করছ যে এই যুদ্ধে 'আমার বন্ধু এবং আমার আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করতে হবে', যার অর্থ হচ্ছে তারা জীবিত দেহ, এবং তুমি তাদের জন্য শোক করছ, তাদের হত্যা করার জন্য। তাই এই প্রকার শোক কখনই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি করেন না। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি কখনই এটি করেন না।" গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ (ভগবতগীতা- ২/১১)। "যারা পণ্ডিত, যে পণ্ডিত, তিনি দেহের জন্য শোক করেন না, জীবিত দেহ বা মৃত দেহের জন্য। সেখানে কোন প্রশ্ন নেই..." এখন, কারণ যিনি দেহ এবং আত্মা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য জানেন, নিশ্চিতরূপে ... তোমরা সক্রেটিসের নাম শুনে থাকবে। সক..., একজন মহান দার্শনিক, গ্রীক দার্শনিক। তিনি আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করেন। তাই তাঁকে আদালতে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। হেমলক। তাকে হেমলক অর্পণ করা হয়েছিল, যে "ঠিক আছে, যদি তুমি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস কর, তখন তোমাকে এই হেমলকের বিষ পান করতে হবে।" তাই তিনি তা পান করেছিলেন কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে "যদিও আমি এই বিষ পান করি... আমার দেহ নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আমার দেহ বিনাশের মাধ্যমে, আমি বিনাশ হয়ে যাচ্ছি না।" তার বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বিলাপ করেননি। তাই একজন পণ্ডিত, জ্ঞানী, অবশ্যই জানেন যে এই দেহ এবং আত্মার পার্থক্য, দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য... দেহ আত্মা নয়, এবং আত্মা দেহ নয়, এবং যে ব্যাক্তি তা জানেন, তিনি হচ্ছেন জ্ঞানী ব্যক্তি। এই নির্দেশ প্রথমেই দেয়া হয়েছে। তাই পারমার্থিক উন্নতির জন্য এই প্রথম জ্ঞান, যে দেহ এবং আত্মা হচ্ছে আলাদা... এই দেহকে আত্মা বলে জ্ঞান করা যাবে না। বোঝা গেল ? আত্মা এখানে আছে, কিন্তু দেহ আত্মা নয়। দেহ আত্মা নয়। তাই প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এটি জানেন, এবং আমাদের উচিত হবে...। (সমাপ্ত)

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন – spss.ekadashi@gmail.com
ফেসবুক পেইজ - শ্রীলপ্রভুপাদশিক্ষা-সংগ্রহ
What's app - +918007208121
পূর্ববর্তী সংখ্যা –
http://ebooks.iskcondesiretree.com/index.php?q=f&f=%2Fpdf%2FSrila_Prabhupada_Siksa_Sangraha

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন ।